Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Poush 26, 1432 Bangla, January 10, 2026, Saturday, No. 10, 56th year

H I G H L I G H T S

Tarique Rahman has assumed office as the Chairman of the BNP--The party's constitutionally mandated National Standing Committee meeting unanimously entrusted him with the responsibility. (Jago News:11)

Commenting on the success of Islami Chhatra Shibir in university student union elections, BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir has said the issue requires in-depth research, adding that university student elections have never influenced national elections. (DW:08)

BNP will take organisational action against rebel candidates if they fail to withdraw their nomination papers within the stipulated time, says the party's Standing Committee member Nazrul Islam Khan. (DW:08)

A total of 645 appeals have been submitted to the Election Commission against Returning Officers' decisions during the scrutiny of nomination papers for the 13th national parliamentary election. (Jago News:10)

Following an order from the Appellate Division regarding constituency boundary complications, the Election Commission has temporarily suspended electoral activities in the Pabna-1 and Pabna-2 constituencies for the 13th national parliamentary election. (DW:08)

Although a strike called to halt the sale of LPG has been withdrawn, the LPG shortage persists, with cylinders priced at Tk 1,306 being sold for as much as Tk 2,500, citing supply constraints. (DW:09)

In a joint operation by the NSI and police, nine people, including two members of a question paper leak syndicate linked to the primary school teacher recruitment examination, have been arrested in Naogaon.

(Jago News:13)

A mild to moderate cold wave is sweeping across 24 districts of the country, with the lowest temperature on Friday recorded at 6.8 degree Celsius in Tetulia. (Jago News:12)

Homes in Teknaf, have been shaken by loud explosions and heavy gunfire from across the border in Myanmar's Rakhine State. Residents in border areas have been advised to remain in safe locations. (Jago News:11)

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
পৌষ ২৬, বাংলা ১৪৩২, জানুয়ারি ১০, ২০২৬, শনিবার, নং-১০, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

ভারপ্রাপ্ত থেকে বিএনপির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তারেক রহমান। দলটির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী জাতীয় স্থায়ী কমিটির এক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে তারেক রহমানকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়। [জাগো নিউজ:১১]

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাফল্যের বিষয়টি গভীরভাবে গবেষণা করা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ছাত্র সংসদ নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনে কখনোই প্রভাব ফেলেনি। [ডয়চে ভেলে:০৮]

বিদ্রোহী প্রার্থীরা সময়মতো মনোয়নপত্র প্রত্যাহার না করলে তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেবে বিএনপি--- জানিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান। [ডয়চে ভেলে:০৮]

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে মোট ৬৪৫টি আপিল আবেদন জমা পড়েছে। [জাগো নিউজ:১০]

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদীয় আসনের সীমানাসংক্রান্ত জটিলতায় আপিল বিভাগের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে পাবনা–১ ও পাবনা–২ আসনে নির্বাচনের কার্যক্রম আপাতত স্থগিত করেছে নির্বাচন কমিশন। [ডয়চে ভেলে:০৮]

এলপিজি বিক্রি বন্ধ করতে ডাকা ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হলেও এলপিজি সংকট কাটছে না; সরবরাহ কম থাকার অজুহাতে ১ হাজার ৩০৬ টাকার এলপিজির সিলিন্ডার বিক্রি হচ্ছে আড়াই হাজার টাকায়ও বিক্রি হচ্ছে। [ডয়চে ভেলে:০৯]

জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা এনএসআই ও পুলিশের যৌথ অভিযানে নওগাঁয় প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রের দুজনসহ ৯ জনকে আটক করা হয়েছে। [জাগো নিউজ:১৩]

দেশের ২৪ জেলায় বয়ে যাচ্ছে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের শৈত্যপ্রবাহ; শুক্রবার দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে তেঁতুলিয়ায় ৬ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। [জাগো নিউজ:১২]

কক্সবাজারের টেকনাফের ওপারে মিয়ানমারের রাখাইন সীমান্তে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ও গোলাগুলির বিকট শব্দে কেঁপে উঠছে টেকনাফের বাড়িঘর।নিরাপদে থাকতে বলা হয়েছে সীমান্তবর্তী মানুষদের। [জাগো নিউজ:১১]

বিবিসি

নির্বাচনে সংখ্যালঘু ভোট, 'কোন দিকে যাব আমরা'?

“আমরা যদি বিএনপিরে ভোট দিই তালি আমাগে জামাত আইসে ধরে বসবে, আর যদি জামাতরে ভোট দিই, তালি বিএনপি আইসে ধরে বসবে। কোন দিকে যাবো আমরা কন?” ভোটে বিষয়ে জানতে চাইলে বিবিসি বাংলার কাছে এ মন্তব্য করেন যশোরের অভয়নগরের নির্মল বিশ্বাস। একই গ্রামের শিউলি বিশ্বাস বলেন, “আমরা হলাম হিন্দু মানুষ, সামনে যদি ব্যালট পেপারে সিল মাইরে দিই, তাও কিন্তু আমাদের বিশ্বাস করবে না, এইটাই কিন্তু বাস্তব। আমরা হয়ে গেছি বলের মতো, যেদিকে যাই, সেদিকে লাথি খাই। পথে ঘাটে, যেহানেই যাই, শুনি হিন্দু মানেই নৌকার।” ভোটকে সামনে রেখে প্রতিক্রিয়া দেওয়া দু-জন যশোরের অভয়নগরের ডহরমসিয়াহাটি গ্রামের ভুক্তভোগী বাসিন্দা নির্মল ও শিউলি বিশ্বাসের। গত বছর মে মাসে তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়। স্থানীয় এক বিএনপি নেতার হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে হিন্দু অধ্যুষিত মতুয়া সম্প্রদায়ের ওই গ্রামের ১৮টি বাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। শিউলি বিশ্বাস বলছিলেন, এবার নির্বাচনে নিরাপত্তার বিষয়টি তাদের অগ্রাধিকার। “আমরা অবশ্যই ভোট দিতে যাব। কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে, আমাদের যে নিরাপত্তা দেবে, আমরা তারেই ভোট দেব।”

২০২৪ সালে বাংলাদেশে গণ-অভ্যুত্থানের পর প্রথম জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ফেব্রুয়ারি মাসে। নির্বাচনের তফশিল ঘোষণার পরে বসত বাড়িতে আগুন, ধর্মীয় অবমাননার অভিযোগে ভালুকায় পিটিয়ে আগুন দিয়ে দিপু চন্দ্র হত্যা এবং পর পর কয়েকজন হিন্দু ব্যবসায়ী খুন হওয়ার ঘটনা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের নেতা রঞ্জন কর্মকার বিবিসি বাংলাকে বলেন, ভোটের আগে ক্যাম্পেইন, ভোট প্রদান এবং ভোটের পরের নিরাপত্তার শঙ্কা মিলিয়ে সংখ্যালঘুরা নির্বাচনে অংশগ্রহণের একটা বিরূপ পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তার ভাষায়, নির্বাচনে সংখ্যালঘুদের অংশগ্রহণের জায়গা কমে যাচ্ছে। সহিংসতা চলমান। রাষ্ট্রের সেটাকে স্বীকার না করা এবং বিচারহীনতা উদ্‌বেগ তৈরি করেছে। এ ছাড়া, রাজনৈতিক এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক দলগুলো এই সহিংসতার বিরুদ্ধে ঠিকমতো দাঁড়াতে পারছে না বলেও অভিযোগ করেন তিনি। “মেরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছেন, এটা কোন রাজনীতি। এটা কিন্তু আমাদের দেশের রাজনীতির কালচার না। একজন মাইনরিটি অ্যাফেক্ট হওয়া মানে কিন্তু একজন মাইনরিটি না, একজন পরিবার না, গোটা এলাকা, গোটা দেশ। একটা মেয়েকে যখন রেইপ করবে, তখন গোটা দেশের মেয়েদের উপর প্রভাব পড়বে। আজকে কিন্তু মাইনরিটি গ্রুপ, বিশেষ করে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, তারা কিন্তু অস্তিত্বের সংকটে, ভীত অবস্থানে একটা অস্থির অবস্থায় জীবন যাপন করছে।”

রঞ্জন কর্মকার বলছেন, সংখ্যালঘুরা নির্বাচনের প্রত্যেকটা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক। তবে, এটা নির্ভর করছে রাষ্ট্র বা সরকার সেই সুযোগটা করে দিচ্ছে কি না। রাজনৈতিক দলগুলো সেই ব্যাপারে যথাযথ দায়িত্ব পালন করছে কি না তার উপর। “আপনি বলছেন, নির্বাচনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করো। কিন্তু, আমাকে সুরক্ষাটা কোথায় দিলেন, নিরাপত্তা কোথায় দিলেন। আমার মতামত প্রকাশের সুযোগটা কোথায় দিলেন। আমার রাজনৈতিক বিশ্বাস প্রকাশের জায়গাটা কোথায় দিলেন, দিচ্ছেন না তো। তাহলে এইরকম একটা অবস্থায় মাইনরিটিরা কীভাবে অংশগ্রহণ করবে”- প্রশ্ন রাখেন রঞ্জন কর্মকার। ৫ আগস্ট পরবর্তী বাংলাদেশে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা-নির্যাতনের আড়াই হাজারের বেশি ঘটনা ঘটেছে বলে পরিসংখ্যান দিয়ে হিন্দু, বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের নেতারা বলছেন, ভোটের আগে সংখ্যালঘুরা আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠায় আছে। নির্বাচনের তফশিল ঘোষণার পরে ধারাবাহিক কয়েকটি ঘটনায় উদ্‌বেগ তৈরি হয়েছে সংখ্যালঘুদের মধ্যে। সম্প্রতি, চট্টগ্রামের রাউজানে বেশক'টি হিন্দু, বৌদ্ধ বসতবাড়িতে বাইরে থেকে দরজা আটকে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। মিঠুন শীল নামের একজন জানান, ভোটের আগে এ ধরনের ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। ওই ঘটনার পর থেকে সংখ্যালঘুরা পালাক্রমে রাতে বাড়িঘর পাহারা দিচ্ছে।

বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি নির্মল রোজারিও বিবিসি বাংলাকে বলেন, “শঙ্কা যে আমাদের মধ্যে নাই, সেটা বলতে পারবো না। আপনি ভালুকার ঘটনা চিন্তা করেন। যে একজন মানুষকে কোনো প্রমাণ ছাড়া পেটানো হইছে এবং পরে তাকে আগুন দিয়ে পুড়ায় দেওয়া হইছে। “সেইম থিং সাউথ বেঙ্গলে ঘটেছে। এই ধরনের ঘটনাগুলো তো আমাদের শঙ্কিত করে। ভোটের আগে আমার গুরুত্ব হলো জীবন রক্ষা। আমার জীবন যদি রক্ষা না হয়, আমার পরিবার যদি রক্ষা না হয়, তাহলে ভোটের বিবেচনা পরে করবে,” বলেন মি. রোজারিও। বাংলাদেশে নির্বাচনে হিন্দু ভোট সবসময়ই একটা ফ্যাক্টর। বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের মূল্যায়নে দেশের আশিটির মতো সংসদীয় আসনে জয়-পরাজয় নির্ধারণে প্রভাব ফেলে সংখ্যালঘুদের ভোট। নির্মল রোজারিও বলেন, ভোট মানুষ দিতে যাবে তখনই, যখন সে দেখবে ভোট দেওয়ার কারণে সে কোনো থ্রেটের সম্মুখীন হবে না, কোনো হুমকির সম্মুখীন হবে না। “কোনো রাজনৈতিক দলের যেন কোনো স্টিগমা লেগে না যায় যে, এত সালে নির্বাচনে এই এই করছিল। ২০০১ সালের নির্বাচনের কথা আমরা এখনো বলি যে, ওই সময় আমাদের উপর অনেক নির্যাতন নিষ্পেষণ হইছিল। সুতরাং এখন আবার ২০২৬ সালের নির্বাচনে যেন কোনো রেফারেন্স তৈরি না হয়। দশ বছর বা বিশ বছর পরে মানুষ রেফারেন্স তুলবে ছাব্বিশ সালের নির্বাচনে এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটেছিল।”

নির্মল রোজারিও বলেন, আমরা চাই একটা ফ্রি-ফেয়ার নির্বাচন। “আমরা চাবো, সিচুয়েশনটা এমন হবে যে, আমরা কনফিডেন্ট হতে পারি যে, নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করলে কোনো ধরনের অসুবিধা হবে না। সেখানে সকল

নাগরিকের নিরাপত্তা থাকবে। বিশেষ করে, আমাদের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাটা নিশ্চিত হবে এবং একটা উৎসবমুখর পরিবেশ যদি হয়, তাহলে ভোটকেন্দ্রে যাবে। আর যদি ওরকম না হয়, তাহলে যার যার সিদ্ধান্ত সে সে নেবে।" বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে প্রত্যাশার বিষয়টি উল্লেখ করে ঐক্য পরিষদের প্রেসিডিয়াম সদস্য রঞ্জন কর্মকার বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো ঘোষণা দিক যে, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘুদের উপর কোনো নির্যাতন সহিংসতা ঘটবে না। তাহলেই তো আমরা আশ্বস্ত হবো। "আমরা তো শুধু সরকারের কাছে নিরাপত্তা চাচ্ছি না, সুরক্ষা চাচ্ছি না। আমরা প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে ঘোষণা চাচ্ছি যে, আপনারা ঘোষণা দেন, কেন্দ্রীয়ভাবে যে মাইনোরিটিরা যেখানেই ভোট দিক, তার ইচ্ছা অনুযায়ী, যে ক্যাম্পেইনেই যাক, তার সুরক্ষা, নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য আমরা সবাই একত্রিত। কই, কেউ তো দিলেন না এখন পর্যন্ত," বলেন রঞ্জন কর্মকার।

'সংখ্যালঘুদের বাড়িতে হামলার বেশিরভাগ রাজনৈতিক কারণে'

সংখ্যালঘুদের বাড়ি ঘরে হামলার বেশিরভাগ ঘটনা রাজনৈতিক কারণে ঘটেছে বলেও দাবি করে বিএনপি। দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বিবিসিকে বলেন, "বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিটা অনেক উচ্চমানের। যেটা ভারতেও নাই। কিন্তু বাংলাদেশে কখনো সাম্প্রদায়িক কারণে কোনো ঘটনা ঘটে না। "নির্বাচনের আগেই হোক, পরেই হোক, সরকারের একটা পরিবর্তন আসলে যা কিছু ঘটে, রাজনৈতিক কারণে ঘটে। এই বিবেচনায় নিতে হবে।" গয়েশ্বর রায় এ-ও বলেন, একটা এলাকায় যে ধর্মের লোকই হোক, তার ভোট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দলের চেয়ে বেশি দায়িত্ব হলো প্রার্থীর। প্রার্থীর উপর তারা কতটুকু আস্থা রাখতে পারবেন। প্রার্থী তাদেরকে কতটুকু আস্থায় আনতে পারবেন, তার উপর এই ভোটগুলো নির্ভর করে।

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ভোটারদের একটা বড় অংশ আওয়ামী লীগের সমর্থন করে এমন বিশ্লেষণ রয়েছে। এবার নির্বাচনে আওয়ামী লীগ না থাকায় সংখ্যালঘুদের ভোট টানতে বিএনপি ও জামায়াতের নেতৃত্বে দুই জোটই তৎপর হয়েছে। জামায়াতের নায়েবে আমির সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এটা পারসেপশন যে, হিন্দু মানেই আওয়ামী লীগ এবং পারসেপশনটা এরকম যে, জামায়াত মানেই এন্টি হিন্দু। এগুলো এক সময় ছিল। "আমি মনে করি এগুলো সব কেটে গেছে এখন। এখন আর তারা আওয়ামী লীগকে ওইভাবে দেখে না। দুই নম্বর হচ্ছে, আওয়ামী লীগের অ্যাবসেন্সে তারা নতুন করে ভাবার সুযোগ পেয়েছে। সেই ভাবনাতে তারা দেখছে, জামায়াত তাদের ফ্রেন্ড দ্যান এনি আদার অর্গানাইজেশন। তো আমরা আশা করছি, হিন্দুদের বিশাল অংশ এবার জামায়াতকে সমর্থন করবে," বলেন মি. তাহের। ভোটের মাঠে বড় দুই দলের পক্ষ থেকেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে। সংখ্যালঘু ভোটারদের মধ্যে পরাজিত প্রার্থীর লোকজন ভোট না দেওয়ার অভিযোগ তুলে হামলা হতে পরে, এমন আশঙ্কার বিষয়ে আশ্বস্ত করে জামায়াতের নায়েবে আমির বলেন, এরকম কোনো সম্ভাবনা নাই। "প্রথম কথা হচ্ছে, বিএনপি যদি প্রোপার নির্বাচনে জিতে, আপনার হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, আমাদের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের আপত্তি, বাধা-বিপত্তি বা আক্রমণের কোনো সম্ভাবনা নাই। আমরা এটাকে সহজভাবে নেব। আর জামায়াত যদি জিতে, বিএনপি যদি হামলা করতে চায়, আমরা তাদের প্রটেকশন দেব। আমরা তাদের পাশে এসে দাঁড়াব। আমরা আশা করি এরকম পরিস্থিতিতে বিএনপি এরকম করার সাহস করবে না, সুযোগও পাবে না", বলেন মি. তাহের।

সংখ্যালঘুদের উদ্বেগ নিয়ে বিএনপি নেতা গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, ভবিষ্যতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে কঠোর হবে বিএনপি। "ঠিক আছে, নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য কৌশল থাকবে। ভোটের পরে যদি কেউ মনে করে তারা যে বিএনপিকে ভোট দিছে, বিএনপি ক্ষমতায় আসছে, তাদের উপর আক্রমণ করবে। তাহলে কঠিন এবং কঠোরভাবে দমন করা হবে। কঠিন এবং কঠোরভাবে দমন করবো। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হতে আমরা দেব না। বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশকে আমরা ছোট করতে দেব না।"

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

বিএনপি-জামায়াত কি জাতীয় সরকার গঠন করবে?

বাংলাদেশে ১২ ফেব্রুয়ারির সংসদ নির্বাচনের পর জাতীয় সরকার সরকার গঠনের কথা বলছে জামায়াতে ইসলামী। আর বিএনপি বলছে, জাতীয় ঐকমত্যের সরকার গঠনের কথা। প্রশ্ন উঠছে, বিএনপি ও জামায়াতের দুটি প্রস্তাবের মধ্যে কোনো যোগসূত্র আছে কি না অথবা কোনো পার্থক্য আছে কি না? সম্প্রতি, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে এক বৈঠকের পর জামায়াতের আমির শফিকুর রহমানের বক্তব্য ঘিরে জাতীয় সরকার গঠনের প্রশ্ন নতুন করে আলোচনায় এসেছে। যদিও সেই বৈঠকে জামায়াতের আমির সুনির্দিষ্ট কোনো সরকার কাঠামোর কথা বলেননি। কিন্তু, তার বক্তব্যে এসেছে যে, নির্বাচনের পরপরই সরকার গঠনের আগে তারা বিএনপি নেতার সঙ্গে কথা বলতে চান। তারা জাতির স্থিতিশীলতার স্বার্থে সিদ্ধান্ত নিতে চান সবাই মিলেমিশে। এই বক্তব্যকে 'ইঙ্গিতপূর্ণ' বলে বর্ণনা করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। তারা বলছেন, জামায়াত নির্বাচন পরবর্তী সরকার গঠনের বিষয়কে আলোচনায় রাখতে চাইছে বলে তাদের ধারণা। ইতোমধ্যে আলোচনায় অনেক ডালা-পালা মেলেছে; শেষ পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত মিলে জাতীয় সরকার গঠনের সম্ভাবনা আছে কি না, আবারও কি একপক্ষীয় সংসদ হচ্ছে অথবা সংসদে বিরোধী দল থাকবে কি না- এ ধরনের নানা আলোচনা চলছে।

কেন এত আলোচনা

তারেক রহমানের সঙ্গে জামায়াতের আমির শফিকুর রহমানের বৈঠকটি ছিল ভিন্ন এক প্রেক্ষাপটে। বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার মৃত্যুর একদিন পর ১ জানুয়ারি দলটির গুলশানের কার্যালয়ে শোকবইয়ে স্বাক্ষর করতে গিয়েছিলেন শফিকুর রহমান। সে সময়ই জামায়াত নেতা বৈঠক করেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সঙ্গে। ভিন্ন এক পরিস্থিতিতে বৈঠক হলেও জামায়াত নেতা রাজনীতি ও নির্বাচনের পরে সরকার গঠনের প্রশ্নে তাদের দলের মনোভাব তুলে ধরেন। বৈঠক শেষে জামায়াতের আমির সাংবাদিকদের বলেছিলেন, "আমরা বলেছি যে, পাঁচটা বছরের জন্য জাতির স্থিতিশীলতার স্বার্থে, একটা সুন্দর পরিবেশ ফিরিয়ে আনার স্বার্থে, আমরা সবাই মিলেমিশে ভালো কোনো চিন্তা করতে পারি কি না, সেটাও আমাদের চিন্তা করা দরকার। "আমরা এটাও বলেছি, নির্বাচনের পরপরই, সরকার গঠনের আগেই আমরা ইনশাল্লাহ বসব, খোলা মনে কথা বলব। জাতির জন্য আমরা চিন্তা করব, জাতির জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নেব।" জামায়াত নেতা তার এই বক্তব্যে নির্বাচন পরবর্তী সরকার কাঠামো নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো প্রস্তাব দেননি। কিন্তু নির্বাচনের পরে সরকার গঠনের আগে বিএনপির সঙ্গে বসতে চাওয়ার বিষয়টিই নানা আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা যেমন ওই বক্তব্যকেই 'ইঙ্গিতপূর্ণ' বলে মনে করছেন। জামায়াতের আমির শফিকুর রহমানও বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, তার বক্তব্যে একটা 'ইঙ্গিত' রয়েছে। যদিও তিনি ইঙ্গিতের বিষয়ে খোলাসা করেননি। কিন্তু, তিনি বলেছেন, নির্বাচনের পরে দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে দেশ পরিচালনার করার বার্তা তিনি দিয়েছেন। এর কারণ ব্যাখ্যায় শফিকুর রহমানের বক্তব্য হচ্ছে, আওয়ামী লীগের দীর্ঘ সাড়ে পনেরো বছরের শাসনে দেশের অর্থনীতি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিসহ সব ক্ষেত্রই ভেঙে পড়েছে। সেই পরিস্থিতি এখনো সামাল দেওয়া যায়নি। সেখানে ঐকমত্য ও সহযোগিতা ছাড়া কোনো দলের এককভাবে দেশ চালানো বেশ কঠিন বা চ্যালেঞ্জের। আর সেই বিবেচনা থেকে রাষ্ট্র পরিচালনায় সব দলের মধ্যে ঐকমত্য থাকা প্রয়োজন বলে জামায়াত মনে করছে। তবে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর যে সম্পর্ক এখন প্রকাশ্য বা দৃশ্যমান, তাতে টানাপড়েন বা এক ধরনের বৈরীতাও দেখা যাচ্ছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগের শাসনের পতনের পর বিএনপির পুরোনো মিত্র জামায়াতই তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। দল দুটির নেতাদের পরস্পরবিরোধী বক্তব্য বা পাল্টাপাল্টি অভিযোগ করতে দেখা যাচ্ছে। জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে দল দুটি নেতৃত্ব দিচ্ছে দুই শিবিরের। বিশ্লেষকদের কেউ কেউ যদিও বলছেন, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর যেহেতু একটা বড় দল আওয়ামী লীগ ও এর মিত্ররা রাজনীতিতে অনুপস্থিত, সেই শূন্যতায় নির্বাচনে একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরিবেশ দেখানো বা তৈরি করাও সক্রিয় দলগুলোর লক্ষ্য হতে পারে।

কিন্তু আওয়ামী লীগের শাসনের সময়ই সেই সরকার বিরোধী আন্দোলনে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে সম্পর্কের টানাপড়েন প্রকাশ্যে আসে। তখন বিএনপি তাদের যুগপৎ আন্দোলনে জামায়াতকে সাথে রাখেনি। জামায়াত আলাদাভাবে আন্দোলন করেছে। এমন প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষকদের অনেকে আবার মনে করেন, নিজ নিজ দলের রাজনৈতিক স্বার্থ থেকেই বিএনপি ও জামায়াতের সম্পর্কের টানাপড়েন তৈরি হয়েছে কয়েক বছর আগে, যা এখন বেড়েছে। ফলে বিএনপি বা জামায়াত, যে দলই নির্বাচনে জয়ী হোক, তারা একে অপরের সরকারে অংশীদার হবে কি না, সেই প্রশ্ন রয়েছে বিশ্লেষকদের অনেকের। তারা বলছেন, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বর্তমানে সক্রিয় সব দলই অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর তাদের প্রভাব আছে বলে মনে করছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা ফলও পাচ্ছে। এই বাস্তবতায় দলগুলোর মধ্যে ক্ষমতার সঙ্গে থাকার আকাঙ্ক্ষা বেড়েছে। লেখক ও বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, জামায়াত ক্ষমতার সাথে থাকতে চায়। সে কারণে দলটির পক্ষ থেকে নির্বাচনের পর সরকার গঠনের আগে বিএনপির সঙ্গে আলোচনা চেয়েছে। যদিও জামায়াত নেতারা এ বক্তব্য মানতে রাজি নয়। তারা যেই সরকার গঠন করুক, সেই সরকারের সব দলের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার কথা যুক্তি হিসেবে তুলে ধরছে।

জামায়াত কি বিএনপির সঙ্গে সরকারে থাকতে চায়?

নির্বাচনের পরে জাতীয় সরকার গঠনের কথা বলছে জামায়াত। এটি তাদের দলের প্রস্তাব। তবে দলটির আমির জানিয়েছেন, তাদের তিনটি শর্ত আছে। প্রথমত, দুর্নীতিকে কোনোভাবে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না; দমনে কঠোর অবস্থানে থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, সরকার বিচার বিভাগে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। আর তৃতীয় শর্ত হচ্ছে, জুলাই আন্দোলনের চেতনায় যে-সব সংস্কার প্রস্তাবে সব দল একমত হয়েছে, সেগুলো কাগজে-কলমে না রেখে বাস্তবায়ন করতে হবে। জামায়াত যদি নির্বাচনে জয়ী হয়, তাহলে এই তিন শর্তে যারা সম্মত থাকবে, তাদের নিয়ে দলটি জাতীয় সরকার গঠন করবে। জামায়াতের আমিরের বক্তব্য হচ্ছে, কোনো সরকারে গিয়ে সেই সরকারের দুর্নীতির দায় নিতে রাজি নন তারা। তার এই বক্তব্য বিএনপির দিকেই ইঙ্গিত করে বলে বিশ্লেষকেরা মনে করেন। তারা বলছেন, বিএনপিকে বাদ রাখার চিন্তা থেকেই জামায়াত তিনটি শর্তের কথা বলছে। তবে সরকার গঠনের আগে বিএনপি নেতার সঙ্গে আলোচনা চেয়ে জামায়াত নেতা যে বক্তব্য দিয়েছেন, তাতে দলটি বিএনপির সঙ্গে সরকারে যেতে চায় কি না, সেই প্রশ্ন আলোচনায় রয়েছে।

জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান বলেছেন, জামায়াতকে বাদ দিয়েই বিএনপি ঐকমত্যের সরকার গঠনের কথা বলে আসছে। একইসঙ্গে তিনি বলেন, বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতায় রাষ্ট্র পরিচালনায় সবদলের ঐকমত্য ও সহযোগিতার বিষয় তারা সামনে আনছেন। জামায়াত সরকার গঠনের সুযোগ পেলে তারা জাতীয় সরকারের প্রস্তাব

নিয়ে এগোবে। আর বিএনপি সরকার গঠন করতে পারলে সেই সরকারে তারা সহযোগিতা করতে চায়। ইসলামী আন্দোলন, জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপিসহ যে ১০টি দল জামায়াতের সঙ্গে নির্বাচনের আসন সমঝোতা করছে, সেই দলগুলোও তিন শর্তে জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাবের পক্ষে রয়েছে। এছাড়া এই দলগুলোর কোনো কোনো দল অন্তবর্তী সরকার গঠনের সময় জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব তুলেছিল। বিএনপি ও এর মিত্ররা রাজি না হওয়ায় তখন দলগুলোর প্রতিনিধি নিয়ে জাতীয় সরকার গঠন করা হয়নি বলে একাধিক রাজনীতিক জানিয়েছেন।

বিএনপির ও জামায়াতের প্রস্তাবের যোগসূত্র আছে কি?

যোগসূত্রের প্রশ্ন আলোচনায় এসেছে। কিন্তু দল দুটির নেতারা কোনো যোগসূত্র থাকার বিষয় স্বীকার করছেন না। দুই দলের প্রস্তাবে অবশ্য পার্থক্য আছে। জামায়াত জাতীয় সরকার গঠন করতে চায়। আর বিএনপি বলে আসছে জাতীয় ঐকমত্যের সরকার গঠনের কথা। দলটি আওয়ামী লীগের শাসনের সময়ই ২০২২ সালে সেই সরকারের বিরুদ্ধে যুগপৎ আন্দোলনে ৩১ দফা সংস্কার প্রস্তাব দিয়েছিল। সেই প্রস্তাবে বিএনপি তাদের সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনে থাকা দলগুলোকে নিয়ে জাতীয় ঐকমত্যের সরকার গঠনের কথা বলেছে। সেখানে জামায়াতকে বাদ রেখেই ওই প্রস্তাব দিয়েছিল তারা। এখন নতুন করে নির্বাচন পরবর্তী সরকার গঠন নিয়ে আলোচনার প্রেক্ষাপটে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বিবিসিকে বলেন, তাদের প্রস্তাব ছিল জামায়াতকে বাদ রেখে মিত্রদের নিয়ে সরকার গঠন করা। সেই অবস্থানেই তারা আছেন। ভোটে জয়ী হলে তারা তাদের প্রস্তাব অনুযায়ীই সরকার গঠন করবেন। বিএনপির আরেকজন প্রভাবশালী নেতা বলেছেন, সব দল মিলে সরকার গঠন করলে তখন সংসদে বিরোধী দলে কেউ থাকবে না। আওয়ামী লীগের শাসনের মতই একপক্ষীয় সংসদ হবে। এ বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখেছে বিএনপি। দলটি দেশ পরিচালনায় সহযোগিতা করা এবং ক্ষমতার অংশীদার, দুটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য রাখতে চাইছে। আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতির কারণে বিএনপি কোনো অভিযোগ তোলার সুযোগ দিতে চায় না বলে মনে হয়েছে।

বিএনপি-জামায়াত ঐকমত্যের সরকার গঠনের সম্ভাবনা আছে?

দল দুটির প্রকাশ্য অবস্থান থেকে সে ধরনের সম্ভাবনা কম বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। কারণ বিএনপি যুগপৎ আন্দোলনের মিত্রদের নিয়ে আসন সমঝোতা করে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। তাদের নিয়েই সরকার গঠনের কথা বলছে। নির্বাচনে ইসলামী আন্দোলন, এনসিপি ও এবি পার্টিসহ ১০টি দলের সঙ্গে আসন সমঝোতা করে আলাদা একটি শিবিরের নেতৃত্ব দিচ্ছে জামায়াত। তারা শর্তসাপেক্ষে জাতীয় সরকার গঠনের কথা বলছে। দুই শিবিরের নেতৃত্ব দেওয়া দুই দলও একে অপরকে বাদ রেখেই সরকার গঠনের প্রস্তাব নিয়ে ভোটের মাঠে রয়েছে। এছাড়া বিএনপি-জামায়াত যেহেতু প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে, নির্বাচন এগিয়ে এলে তাদের সম্পর্কের টানাপড়েন আরও বাড়তে পারে বলেই বিশ্লেষকেরা মনে করেন। বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ বলছেন, নির্বাচন পরবর্তী সরকার কোন ধরনের হতে পারে, সেটা নির্বাচনের ফলাফল ও বাস্তবতার ওপর নির্ভর করবে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

মুজিব হলের নাম পরিবর্তনের পদক্ষেপের পেছনে ক্ষোভ, নাকি রাজনীতি?

রোমান সাম্রাজ্যের কনস্টানটিনোপল নগরী অটোমান সাম্রাজ্যের হাত ধরে হয়ে উঠেছিল ইস্তাম্বুল। রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরটি সোভিয়েত আমলে পরিচিত হয়েছিল লেনিনগ্রাদ নামে। ঔপনিবেশিক শক্তির বিদায়ে অনেক দেশের নাম বদলেরও উদাহরণ রয়েছে। বাংলাদেশেও ক্ষমতার পালাবদলে এমন পরিবর্তন ঘটেছে। কখনো চট্টগ্রাম এম এ হান্নান বিমানবন্দরের নাম বদলে করা হয়েছে শাহ আমানত বিমানবন্দর আবার কখনো জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, বদলে হয়েছে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সড়ক, ভবন কিংবা পুরো দেশের নামই পরিবর্তন করার নজির নতুন নয়। যার পেছনে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক কিংবা ঐতিহাসিক নানা কারণ রয়েছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। যদিও বাংলাদেশে নাম পরিবর্তনের ইতিহাসে সংকীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বারবার সামনে এসেছে বলেই মনে করেন বিশ্লেষকরা। এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সরকারের টানা তিন মেয়াদের শাসনামলে শেখ পরিবারের নামে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান বা সড়কের নামকরণের উদাহরণ যেমন রয়েছে, তেমনি শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর ঢালাওভাবে অনেক নামের অযৌক্তিক পরিবর্তনের উদাহরণও তৈরি হয়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, বাংলাদেশে এ ধরনের পরিবর্তন ঐতিহাসিক স্মৃতি মুছে রাজনীতিতে 'কাউন্টার ন্যারেটিভ' কিংবা প্রতিহিংসার রাজনীতি হিসেবেও দেখার সুযোগ রয়েছে। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি আবাসিক হল বা স্থাপনার নাম পরিবর্তন ঘিরে আবারও নানা আলোচনা-সমালোচনা তৈরি হয়েছে। বিশ্লেষকদের কেউ কেউ বলছেন, আওয়ামী লীগ শাসনামলে শেখ পরিবারের সদস্যদের নামে প্রতিষ্ঠান বা স্থাপনার নামকরণের বিষয়টি যে বাড়াবাড়ি মাত্রা পেয়েছিল, তারই পাল্টা প্রতিক্রিয়া এখন দেখা যাচ্ছে। তবে শেখ মুজিবুর রহমান হলের নাম বদলের বিষয়টিকে 'সঠিক সিদ্ধান্ত নয়' বলেই মত দিয়েছেন অনেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. খোরশেদ আলম বলছেন, শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানও স্বীকার করা উচিত। "আপনি নয়া বন্দোবস্তের কথা বলছেন, দায় এবং দরদের কথা বলছেন, কিন্তু অতীতের পুনরাবৃত্তি করছেন- এটা তো আমরা চাই না," বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের আবাসিক হল ও কর্মচারীদের আবাসন টাওয়ারসহ অন্তত পাঁচটি স্থাপনার নাম রয়েছে শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সদস্যদের নামে। সম্প্রতি দুটি হলসহ ক্যাম্পাসের এই স্থাপনাগুলো থেকে শেখ হাসিনা পরিবারের সদস্যদের নাম বদলাতে ছাত্র সংসদের দাবি সিনেটে পাঠিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। যেখানে

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের নাম 'শহিদ ওসমান হাদি হল' এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের নাম 'বীর প্রতীক ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম হল' রাখার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া সুলতানা কামাল হোস্টেল এবং রাসেল টাওয়ার ও বঙ্গবন্ধু টাওয়ারের নাম পরিবর্তনের কথাও বলা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বলছে, ডাকসুর দাবির প্রতি সম্মান জানিয়ে নাম পরিবর্তনের বিষয়টি সিনেটে পাঠানো হয়েছে। সেখানেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখ পরিবারের নামে থাকা এই স্থাপনাগুলোর নাম পরিবর্তনের দাবিটি সামনে আসে। শুরুতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের নাম বদলে 'কাজী নজরুল ইসলাম হল' করার দাবি জানিয়েছিল শিক্ষার্থীদের একটি অংশ। এমনকি, এই দাবির পক্ষে শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষর করা একটি আবেদন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে দিয়েছিলেন ছাত্র সংসদের প্রতিনিধিরা। এছাড়া আবাসিক হলটির মূল ফটকের নামফলকে কাজী নজরুল হল লেখা একটি ব্যানারও ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে আগের অবস্থান থেকে সরে, দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির নামে হলটির নামকরণ করার দাবি জানানো হয়। এমনকি হলের মূল ফটকে শেখ মুজিবের নাম মুছে ওসমান হাদির নামও লিখে দেওয়া হয়।

এই পদক্ষেপ নিয়ে বিভিন্ন মাধ্যমে নানা আলোচনা-সমালোচনা চলছে। আবাসিক হলের নাম পরিবর্তনের এই পদক্ষেপকে অযৌক্তিক বলেই মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক আসিফ শাহান। তিনি বলছেন, "বঙ্গবন্ধুকে আপনি মুছে ফেলতে পারবেন না। ৭২ থেকে ৭৫ ওনার ভূমিকা নিয়ে পর্যবেক্ষণ থাকতে পারে, সমালোচনা থাকতে পারে, সেটা আমাদের করতেও হবে। কিন্তু, এইভাবে পুরো বিষয়টাকে মুছে ফেলা, এটা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।"

"এমন সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্যও সুবিধাজনক বিষয় নয়, আমরা যে পরিবর্তনের প্রত্যাশা করেছিলাম, সেটার জন্যও ভালো কিছু হচ্ছে না।" একই সাথে, এমন সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ঐতিহাসিক বিতর্কগুলোকেই আবার সামনে আনা হচ্ছে, যা বাংলাদেশের সামনে এগোনোর পথেও খুব একটা ভালো কিছু হবে না বলেও মনে করেন তিনি।

ঢালাওভাবে শেখ মুজিবের নাম বদলে ফেলার প্রবণতা সঠিক নয় বলেই মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. খোরশেদ আলমও। তিনি বলছেন, শেখ মুজিবের নাম পরিবর্তন করে অন্য কারো নাম দেওয়া একটি অদূরদর্শী তৎপরতা। তার মতে, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখ মুজিবের নামে শুধুমাত্র একটা হল থাকতে পারবে না- এটা আমি বলবো যে, একটা অবিচার।" যে কাজগুলো আওয়ামী সরকার করেছিল, তারই একটা কাউন্টার এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে, যা ইতিবাচক নয় বলেও মনে করেন তিনি। "যদি ওসমান হাদির নামে অন্য কিছু করতে চান, তাহলে করা যাক, নতুন হল হচ্ছে দুইটা ছেলেদের, আরও অনেক ভবন হচ্ছে, সেখানে চাইলে ওসমান হাদির নামে কোনো একটা ভবন বা হলের নাম করাই যেতে পারে।"

নাম বদলের রাজনীতি কেন?

বাংলাদেশে ক্ষমতার পালাবদলের সঙ্গে নাম বদলের রাজনীতি নতুন নয়। কখনও সংকীর্ণ দলীয় চিন্তায়, আবার কখনও এসবের ঊর্ধ্বে জাতীয় নেতা বা ব্যক্তির অবদানের স্বীকৃতি দিতে নামকরণের উদাহরণ রয়েছে। বিশ্লেষকরা মনে করেন, শের-ই-বাংলা নগর কিংবা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মতো উদাহরণগুলো যেমন তাদের অবদানের স্বীকৃতি দিয়েছে, তেমনি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী নভোথিয়েটারের নাম বদলে বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটার কিংবা শেখ পরিবারের একেকজন সদস্যের নামে একাধিক প্রতিষ্ঠান, স্থাপনা বা ভবনের নামকরণ- এ নিয়ে ক্ষোভেরও জন্ম দিয়েছে। এ বছরের ২৬ জুন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছিল, শেখ মুজিবুর রহমান, শেখ হাসিনা, তাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের নামে নামকরণ করা প্রতিষ্ঠান, অফিস, স্কুল, গবেষণাগার এবং ছোট ছোট সরকারি স্থাপনার সংখ্যা ৯৭৭টি। এগুলোর মধ্যে ৮০৮টি স্থাপনার নাম অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পরিবর্তন করেছে বলেও জানানো হয় ওই বিবৃতিতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক ড. খোরশেদ আলম বলছেন, লম্বা সময় ধরে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকায় সারাদেশেই শেখ পরিবারের নামে নামকরণের একটা মহোৎসব দেখা গেছে। "ওই সময় মওলানা ভাসানির নাম পরিবর্তন করেও বঙ্গবন্ধু নাম দিয়েছে আওয়ামী লীগ। ফলে মানুষের মধ্যে কিছু ন্যায্য ক্ষোভ আছে- এটা সত্য, তার একটা ন্যায্য বহিঃপ্রকাশও আছে," বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। আওয়ামী লীগ অ্যাকশনটা বেশি করেছে বলেই তার প্রতিক্রিয়া এখন অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে বলেও মনে করেন এই শিক্ষক। বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন এবং রাজনৈতিক সংগ্রামে শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান রয়েছে উল্লেখ করে মি. আলম বলছেন, পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা বাকি স্থাপনাগুলোর নাম পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম পরিবর্তনের কারণ কী?

এছাড়া বিভিন্ন স্থাপনা বা প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তনের যে চেষ্টা রয়েছে, তার মধ্যে, মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদেরকে রিপ্লেস করার একটা প্রবণতাও দেখছেন মি. আলম। "সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের নাম ছিল ইকবাল হল, সেটি ফিরিয়ে আনা, সূর্যসেন হলের নাম ছিল জিন্নাহ হল, সেটি ফিরিয়ে আনা," এমন চেষ্টাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এমন সিদ্ধান্তের পেছনে সরকারের ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, রাজনীতি বিশ্লেষক অধ্যাপক আসিফ শাহান। তিনি বলছেন, "সরকার তো এসব ক্ষেত্রে কখনই শক্ত অবস্থান নিতে পারেনি। রাজনৈতিক দলগুলো এর পাল্টা কোনো বার্তা দিচ্ছে না, যার ফলে আবারও সেই একই পথে হাঁটছি আমরা।" জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে

যে পরিবর্তনের আশা করা হয়েছিল, এমন পদক্ষেপের মধ্যদিয়ে সেখান থেকে দূরে সরে যাওয়া হচ্ছে বলেও মনে করেন তিনি। অধ্যাপক আসিফ শাহান বলছেন, "আপনি চাচ্ছেন এই ধরনের ঘটনার পরিবর্তন। কিন্তু সেটাকেই যদি আবার আকড়ে থাকেন, তাহলে কীভাবে নতুন বন্দোবস্ত, সেটা তো পরিষ্কার নয়," বলেন তিনি।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

এনএইচকে

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি তাদের অবদানের অংশ পরিশোধের আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ

জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি এই বিশ্ব সংস্থায় তাদের জন্য নির্ধারণ করা অবদান পরিশোধের আহ্বান জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার একজন মুখপাত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে গুতেরেস এই আবেদন জানান। আগের দিন হোয়াইট হাউস ঘোষণা করেছিল যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৬৬টি আন্তর্জাতিক সংস্থা, কনভেনশন এবং চুক্তি থেকে ওয়াশিংটনকে প্রত্যাহার করে নেয়ার অনুমোদন দিয়ে একটি নথিতে স্বাক্ষর করেছেন। বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে মহাসচিব হোয়াইট হাউসের এই ঘোষণায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এতে আরও বলা হয়েছে যে, সাধারণ পরিষদ অনুমোদিত জাতিসংঘের নিয়মিত এবং শান্তিরক্ষা বাজেটে নির্ধারণকৃত অবদান, যুক্তরাষ্ট্রসহ সকল সদস্য রাষ্ট্রের জন্য জাতিসংঘ সনদের অধীনে একটি আইনি বাধ্যবাধকতা। উল্লেখ্য, এই বাজেটের ২২ শতাংশ প্রদান করতে হয় ওয়াশিংটনকে। এটি সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় অংশ, কারণ অর্থপ্রদান মূলত দেশের অর্থনৈতিক আকারের উপর নির্ভর করে নির্ধারিত হয়। জাতিসংঘ জানিয়েছে যে মার্কিন সরকার এখনও তাদের ২০২৫ সালের অবদান পরিশোধ করেনি। (এনএইচকে ওয়েবপেইজ: ০৯.০১.২৬ রনি)

ডয়চে ভেলে

বিদ্রোহী প্রার্থীরা না সরলে ব্যবস্থা নেবে বিএনপি

বিদ্রোহী প্রার্থীদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেবে বিএনপি। দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান শুক্রবার এই কথা জানান। রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে দলের প্রয়াত চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার ওপর আলোকচিত্র প্রদর্শনী শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে নজরুল ইসলাম খান জানান, বিদ্রোহী প্রার্থীরা যদি সময়মতো মনোয়নপত্র প্রত্যাহার না করেন তাহলে তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, তফসিলে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের যে শেষ সময় দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে দলের বিদ্রোহী প্রার্থীরা প্রার্থিতা প্রত্যাহার করবেন। আর তা না হলে ওই নেতাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উল্লেখ্য, বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্বে রয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৯.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনে কখনোই প্রভাব ফেলেনি: মির্জা ফখরুল

বিশ্ববিদ্যালয়ের (ছাত্র সংসদ) নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনে কখনোই প্রভাব ফেলেনি বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। শুক্রবার শুক্রবার ঠাকুরগাঁও শহরে নিজ বাড়িতে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাফল্যের প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল বলেন, বিষয়টি গভীরভাবে গবেষণা করা প্রয়োজন। বিগত সরকারের আমলে অন্য ছাত্রসংগঠনগুলো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় কাজ করার সুযোগ পায়নি; বিশেষ করে ছাত্রদলকে ঢুকতেই দেওয়া হয়নি। বলা যায়, তাদের অবাঞ্ছিত করে রাখা হয়েছিল। এ কারণে ছাত্রদলসহ অন্য সংগঠনগুলো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় সেভাবে সাংগঠনিক কার্যক্রম চালাতে পারেনি বরে মন্তব্য করেন তিনি। এদিকে দেশের বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন বিএনপি মহাসচিব। মির্জা ফখরুল বলেন, ''গোটা দেশের মানুষ তো অপেক্ষা করছে নির্বাচনের জন্য কিন্তু আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যেটা দাঁড়িয়েছে, সেটাতে আমি খুব সন্তুষ্ট হতে পারছি না। কারণ যে হারে রাজনৈতিক নেতাদের খুন করা হচ্ছে, বিশেষ করে আমাদের দলের অনেক কয়েকজন নেতাকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা এটার তীব্র নিন্দা জানিয়েছি, ক্ষোভ জানিয়েছি কিন্তু সরকারের তরফ থেকে সে ধরনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।'' তিনি বলেন, ''আমরা আশা করব যে, সরকার এ ব্যাপারে আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে এবং নির্বাচনের সময় এই ঘটনাগুলোর যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে ব্যাপারে তারা আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।''
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৯.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

পাবনা-১ ও পাবনা-২ আসনে নির্বাচন স্থগিত

পাবনা–১ ও পাবনা–২ আসনে নির্বাচনের কার্যক্রম আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদীয় আসনের সীমানাসংক্রান্ত জটিলতায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে শুক্রবার ইসি জানিয়েছে। আপিল বিভাগের আদেশের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশনার আবদুর রহমানেল মাছউদ বলেছেন, 'সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের আদেশ অনুযায়ী, আদালত পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত পাবনা-১ ও পাবনা-২ আসনের নির্বাচনের কার্যক্রম স্থগিত থাকবে।' সোমবার পাবনা-১ ও পাবনা-২ সংসদীয় আসনে

আগের সীমানা পুনর্বহাল করে নির্বাচন কমিশনের গত ২৪ ডিসেম্বরের সংশোধিত বিজ্ঞপ্তির অংশটুকু স্থগিত করেছেন আপিল বিভাগ। এই স্থগিতাদেশ থাকবে লিভ টু আপিল (আপিলের অনুমতি চেয়ে আবেদন) দায়ের করা পর্যন্ত। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজঃ ০৯.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

বাংলাদেশে এক সপ্তাহে চারটি হত্যা, গুলি, হামলা

বাংলাদেশে চোরাগোপ্তা হামলা, গুলি, হত্যা, বিস্ফোরণ, মব সন্ত্রাস, অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার নিয়ে একের পর এক ঘটনা নির্বাচনকেন্দ্রিক নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি করেছে। ডিডাব্লিউর কনটেন্ট প্রাটনার প্রথম আলোর রিপোর্ট অনুযায়ী, নতুন বছরের প্রথম সপ্তাহেই গুলি করে অন্তত চারটি হত্যার ঘটনা ঘটেছে। এর আগে নির্বাচনী জনসংযোগে হামলা, গুলি হয়েছে। সব মিলিয়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে। রাজধানীর ব্যস্ততম এলাকা ফার্মগেট ও কারওয়ান বাজার এলাকার অদূরে তেজতুরী বাজারে বুধবার রাতে গুলি করে হত্যা করা হয় স্বেচ্ছাসেবক দলের এক নেতাকে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে গাজীপুরে এনসিপির এক কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি করে তার মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। তিনি অল্পের জন্য রক্ষা পান। এর আগে গতকাল সকালে শরীয়তপুরের জাজিরায় একটি ঘরে বিস্ফোরণে দুই যুবক নিহত হন। পুলিশ বলছে, ককটেল তৈরির সময় এই বিস্ফোরণ হয়। এসব ককটেল নির্বাচনী প্রচারে হামলা বা নাশকতার জন্য তৈরি হচ্ছিল কি না, সে সন্দেহও রয়েছে। এর আগে ২৬ ডিসেম্বর ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের একটি বাড়িতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে একতলা ভবনের দুটি কক্ষের দেয়াল উড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ঘটনাস্থল থেকে ককটেল, রাসায়নিক দ্রব্য ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে পুলিশ। কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। পুলিশ সূত্র বলছে, জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, মাদ্রাসা পরিচালনার নামে ভাড়া করা ওই বাড়িতে তৈরি করা বেশ কিছু বোমা এর আগে বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হয়েছে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজঃ ০৯.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

ধর্মঘট উঠলেও এলপিজি সংকট কাটেনি

তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিক্রি বন্ধ করতে ডাকা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। তবে এরপরও এলপিজি সংকট কাটছে না। বাজারে এলপিজি সরবরাহে ঘাটতি আছে। সরবরাহ কম থাকার সুযোগে ১ হাজার ৩০৬ টাকার এলপিজির সিলিন্ডার বিক্রি হচ্ছে আড়াই হাজার টাকায়ও বিক্রি হচ্ছে। বেশি দাম দিয়েও এলপিজি পাচ্ছেন না কেউ কেউ। অনেকে বিদ্যুৎ-চালিত চুলা কিনে রান্নার কাজ সারছেন। দুই সপ্তাহ ধরে এমন পরিস্থিতি চলছে। এলপিজি অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (লোয়াব) সূত্র বলছে, গত বছর অধিকাংশ কোম্পানি এলপিজি আমদানি করেনি। মূলত পাঁচটি কোম্পানি সিংহভাগ আমদানি করেছে। আরও ৫ থেকে ৬টি কোম্পানি কিছু কিছু আমদানি করেছে। মোট আমদানি হয়েছে সাড়ে ১৮ লাখ টন। একই বছরে বিক্রি হয়েছে এর চেয়ে বেশি। আগের বছর আনা এলপিজিও বিক্রি হয়েছে।আমদানিকারকেরা বলছেন, এলপিজি আমদানি করে মজুত রাখার তেমন সুযোগ নেই। বিশ্ববাজারে দাম নিয়মিত ওঠানামা করে। মজুত করলে বাড়তি মুনাফার সঙ্গে বড় ধরনের লোকসানের ঝুঁকিও থাকে। তাই প্রতি মাসের চাহিদা হিসাব করেই এলপিজি কেনা হয়।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজঃ ০৯.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

জাগো নিউজ

শেষ দিনে ইসিতে আপিলের হিড়িক

রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রার্থিতা ফিরে পেতে নির্বাচন কমিশনে শেষ দিনে চলছে আপিল গ্রহণ। শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে শুরু করে বিকেল ৫টা পর্যন্ত আপিল দায়েরের সময় থাকলেও সন্ধ্যা ৬টার সময়ও দীর্ঘ লাইন ছিল প্রার্থীদের। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ইসিতে আপিল করেছেন ১৩১ জন মনোনয়ন প্রার্থী। তবে আরও অনেক প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র বাতিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিলের জন্য অপেক্ষা করতে দেখা গেছে ইসি চত্বরে। শুক্রবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে স্থাপিত কেন্দ্রীয় বুথ থেকে এই তথ্য জানানো হয়।নির্বাচন কমিশনের জনসংযোগ শাখার পরিচালক রুহুল আমিন মল্লিক বলেন, আজ বিকেল ৫টা পর্যন্ত যারা নির্বাচন ভবনে আপিল করতে উপস্থিত হয়েছেন তাদের সবার আপিল আবেদন গ্রহণ করা হবে। যতক্ষণই লাগুক আমরা সেটা শেষ করবো। ইসির কর্মকর্তারা জানান, রিটার্নিং কর্মকর্তাদের আদেশের বিরুদ্ধে গত চার দিনে নির্বাচন কমিশনে মোট ৪৬৯টি আপিল আবেদন জমা পড়েছে। এর মধ্যে গতকাল বৃহস্পতিবার সর্বোচ্চ ১৭৪টি আপিল দায়ের করা হয়। ওই দিন মনোনয়নপত্র বাতিলের আদেশের বিরুদ্ধে ১৬৪টি এবং মনোনয়নপত্র গ্রহণের আদেশের বিরুদ্ধে ১০টি আপিল করা হয়েছে।উল্লেখ্য, সংশোধিত তফসিলের নির্বাচন সময় সূচি অনুযায়ী, রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা যাবে ৫ জানুয়ারি থেকে ৯ জানুয়ারি। আপিল নিষ্পত্তি হবে ১০ থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত সময়ে। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি। রিটার্নিং কর্মকর্তা চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে প্রতীক বরাদ্দ করবেন ২১ জানুয়ারি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজঃ০৯.০১.২০২৬ আসাদ)

ফেনীর সীমান্তবর্তী গ্রামে ভারতীয় সিমের ব্যবহার, নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তবর্তী ফেনীর চার উপজেলার গ্রামগুলোতে অবাধে ব্যবহার হচ্ছে ভারতীয় বিভিন্ন মোবাইলফোন কোম্পানির সিমকার্ড। ভারতীয় মোবাইলফোন নেটওয়ার্কের তরঙ্গ কম্পাঙ্কের আওতায় রয়েছে ফেনী শহরসহ চার উপজেলার বিশাল এলাকা। দেড় থেকে পাঁচ হাজার টাকায় মিলছে এসব সিমকার্ড। এসব সিমকার্ড ব্যবহারে বাড়ছে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড। সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে সরেজমিনে জানা গেছে, ছাগলনাইয়া উপজেলার সীমান্তবর্তী ইউনিয়ন শুভপুর ও মহামায়া, ফুলগাজী উপজেলার সীমান্তবর্তী সদর ইউনিয়ন, আমজাদহাট, আনন্দপুর, মুন্সীরহাট এবং পরশুরাম উপজেলার সীমান্তবর্তী ইউনিয়ন বক্সমাহমুদ ও মির্জানগরের বিভিন্ন গ্রামে ভারতীয় সিমকার্ডে চলছে ইন্টারনেটভিত্তিক সব ধরনের ব্যবহার। শুধু তাই নয়, ভারতীয় সিমগুলোর ইন্টারনেট তরঙ্গ কম্পাঙ্ক ক্ষমতা এতটাই যে, ফেনী শহরে বসেও ভারতীয় মোবাইলফোন কোম্পানির নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে নেট দুনিয়ায় সহজ বিচরণ সম্ভব হচ্ছে।ভারতীয় সিম বিক্রি চক্রের এক সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ‘ভারতীয় সিমকার্ডগুলো দেড় হাজার টাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা দামে বিক্রি করছি। ইদানীং এর বিক্রি বাড়ছে। সীমান্তের বেশিরভাগ মানুষ এখন ভারতীয় সিমকার্ড ব্যবহার করছে। এগুলোর রিচার্জও আমরা বাংলাদেশে বসে করি।’বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, ফেনী সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় সিমকার্ড ব্যবহার করে চোরাকারবারিদের সংঘবদ্ধ নেটওয়ার্ক কাজ করছে। সাম্প্রতিক সময়ের এর ব্যবহার বৃদ্ধিসহ নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বেড়ে যাওয়ার প্রবণতাও লক্ষ্য করা গেছে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে ভারতীয় সিমকার্ড ব্যবহারের অবাধ সুযোগ নিয়ে অপতৎপরতার শঙ্কাও রয়েছে। ভারতীয় মোবাইল সিমের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার। এ বিষয়ে জানতে চাইলে ফেনী জেলা প্রশাসক মনিরা হক বলেন, এখন পর্যন্ত আমরা এ ধরনের কোনো অভিযোগ পাইনি। যদি এরকম কোনো সিমকার্ড পাওয়া যায়, তাহলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০১.২০২৬ আসাদ)

নির্বাচনে খুব ভালো লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড আছে: প্রেস সচিব

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছে, নির্বাচনের মাঠে খুব ভালো লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড আছে। বর্তমানে প্রার্থীদের যাচাই-বাছাই চলছে। পুরোদমে নির্বাচনি প্রচার শুরু হবে ২২ জানুয়ারি থেকে। নির্বাচনের আমেজ আমরা সব জায়গায় দেখছি। শুক্রবার সকালে ময়মনসিংহ নগরীর জুবলী রোডে বুড়া পীরের মাজার এবং থানার ঘাট এলাকায় হজরত শাহ সুফি সৈয়দ কালু শাহ (রহ.)-এর মাজার পরিদর্শন শেষে তিনি এসব কথা বলেন।শফিকুল আলম বলেন, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিয়ে দুই-একজন কথা তুলেছেন। কিন্তু আমরা দৃশ্যমান এমন কিছু দেখছি না। আমরা মনে করছি, পুরোপুরি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড আছে; সেটা ছোট পার্টির জন্য যে রকম, বড় পার্টির জন্য একই রকম আছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০১.২০২৬ আসাদ)

খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় জেডআরএফের দোয়া

বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও মিলাদ মাহফিল করেছে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন জেডআরএফ।শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর গুলশান-১ নম্বরে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের কার্যালয়ে এ দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা. জুবাইদা রহমান।দোয়া মাহফিলে বেগম খালেদা জিয়ার বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন ও দেশের মানুষের অধিকার রক্ষায় তার ত্যাগের কথা স্মরণ করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন জেডআরএফের নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ডা. ফরহাদ হালিম ডোনার। এর আগে কোরআন তিলাওয়াত করা হয়। পরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাতে অংশ নেন ডা. জুবাইদা রহমানসহ জেডআরএফের বোর্ড অব ডিরেক্টররা। ডা. জুবাইদা রহমান জেডআরএফ কার্যালয়ে গেলে নিচে তাকে স্বাগত জানান অধ্যাপক ডা. ফরহাদ হালিম ডোনার, অধ্যাপক ড. মোর্শেদ হাসান খান ও ডা. শাহ মুহাম্মদ আমান উল্লাহ। কার্যালয়ে উঠেই খালেদা জিয়ার জন্য রাখা শোকবইয়ে সই করে নিজের অনুভূতির কথা লেখেন ডা. জুবাইদা রহমান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০১.২০২৫ আসাদ)

মোসাব্বির হত্যায় নির্বাচনবিরোধীরা জড়িত থাকতে পারে: সালাহউদ্দিন

যারা নির্বাচন চায় না, তারাই স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা আজিজুর রহমান মোসাব্বির হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। শুক্রবার বিকেলে মোসাব্বিরের বাসায় গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সান্ত্বনা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ মন্তব্য করেন তিনি।সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, পরিকল্পিতভাবেই মোসাব্বিরকে হত্যা করা হয়েছে। যারা নির্বাচনবিরোধী, তারাই এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। এটি একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ।’ ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, যারা নির্বাচন চায় না, সেই জাতীয় অপশক্তি এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। আমরা অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত দাবি করছি।মোসাব্বিরের পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণা দিয়ে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, মোসাব্বিরের স্ত্রী ও সন্তানদের সারাজীবন যা কিছু প্রয়োজন— তার সব দায়িত্ব আমরা দলীয়ভাবে নিয়েছি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০১.২০২৬ আসাদ)

প্রার্থিতা ফিরে পেতে ইসিতে ৬৪৫ আপিল, শুনানি শুরু শনিবার

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে মোট ৬৪৫টি আপিল আবেদন জমা পড়েছে। আপিল গ্রহণের শেষ দিনে ১৭৬টি আপিল জমা হয়। নির্বাচন কমিশনে গত ৫ জানুয়ারি আপিল গ্রহণ শুরু হয়ে শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) শেষ হয়। শনিবার (১০ জানুয়ারি) সকাল ১০টা থেকে নির্বাচন কমিশনে আপিল শুনানি শুরু হবে, যা চলবে আগামী ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। শনিবার ১ থেকে ৭০ নম্বর আপিলের শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। রোববার (১১ জানুয়ারি) ৭১ থেকে ১৪০ নম্বর আপিল, সোমবার (১২ জানুয়ারি) ১৪১-২১০ নম্বর আপিল এবং মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) ২১১ থেকে ২৮০ নম্বর আপিলের শুনানি অনুষ্ঠিত হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ : ০৯.০১.২০২৬ নারগীস)

বিএনপির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নিলেন তারেক রহমান

বিএনপির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তারেক রহমান। শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) বিএনপির মিডিয়া সেলের পেজের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুজনিত কারণে দলের চেয়ারম্যান পদটি শূন্য হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে দলটির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী জাতীয় স্থায়ী কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে শূন্য পদে আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপির চেয়ারম্যান হিসেবে তারেক রহমানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে তিনি দলীয় গঠনতন্ত্র অনুসারে বিএনপির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপার্সনের রাজনৈতিক কার্যালয় স্থায়ী কমিটির এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সভাপতিত্বে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন- দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, জাতীয় স্থায়ী কমিটির ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ড. আব্দুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, সালাহউদ্দিন আহমদ, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, বেগম সেলিনা রহমান, মেজর অব. হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গেছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ : ০৯.০১.২০২৬ নারগীস)

সুরভীর মামলার আইও'র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আদালতের নির্দেশ

জুলাই যোদ্ধা তাহরিমা জান্নাত সুরভীর মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা (আইও) ওমর ফারুকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) গাজীপুর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক সৈয়দ ফজলুল মাহদী এ আদেশ দেন। শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার নাসির উদ্দিন। তিনি জানান, বৃহস্পতিবার বিকেলে গাজীপুরের আদালত থেকে পুলিশ সুপার বরাবর এ সংক্রান্ত নির্দেশনা পাঠানো হয়েছে। আদালত সূত্রে জানা যায়, গত ২৫ ডিসেম্বর সুরভীকে গ্রেফতার করা হয়। ২৮ ডিসেম্বর তার পরিবারের পক্ষ থেকে জামিন আবেদন করা হলেও জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা থাকায় আবেদনটি নামঞ্জুর করা হয়। পরদিন ২৯ ডিসেম্বর পাঁচদিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন করা হলে শুনানির তারিখ নির্ধারণ করা হয় ৩১ ডিসেম্বর। তবে সরকারি ছুটি ও এক আইনজীবীর মৃত্যুর কারণে শুনানি পিছিয়ে ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ : ০৯.০১.২০২৬ নারগীস)

মিয়ানমার সীমান্তে বিস্ফোরণ-গুলির শব্দ, কাঁপছে টেকনাফের বাড়িঘর

কক্সবাজারের টেকনাফের ওপারে মিয়ানমারের রাখাইন সীমান্তে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ও গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে। বিকট এ শব্দে এপারের বাড়িঘর কেঁপে উঠছে। বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) রাতে এবং শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে টেকনাফের হোয়াইক্যং সীমান্তের ওপারে রাখাইনে থেমে থেমে এসব বিস্ফোরণ হচ্ছে। যা এখনো চলমান। হোয়াইক্যং সীমান্তের বাসিন্দা মো. সলিমুল্লা বলেন, 'বৃহস্পতিবার রাতে কয়েক দফা গুলির শব্দ শোনার পর ভয়ে আর ঘুমাতে পারিনি। রাখাইনের হোয়াইক্যং সীমান্তের খুব কাছ থেকেই এসব গোলাগুলির শব্দ ভেসে আসছে।' জেলে আহমেদ উল্লাহ জাগো নিউজকে বলেন, 'হোয়াইক্যংয়ের ওপারে রাখাইন সীমান্ত এলাকায় প্রায়ই শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ও গোলাগুলির শব্দ শোনা যায়। এতে নাফ নদী ও চিংড়ি ঘেরে মাছ ধরতে যেতে ভয় লাগে। রাতে বাড়িতে ঘুমালেও মনের ভেতর সারাক্ষণ আতঙ্ক কাজ করে।' বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে নাফ নদীর হোয়াইক্যং এলাকায় মাছ ধরার সময় জেলে মো. আলমগীর গুলিবিদ্ধ হন। এর আগেও একাধিকবার বিস্ফোরণ ও গুলির শব্দে সীমান্তবর্তী মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আজ শুক্রবারও এপারে গোলাগুলির শব্দ ভেসে আসছে।

হোয়াইক্যং ২ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য সিরাজুল মোস্তফা লালু বলেন, 'আজ সকাল ১০টা থেকে হোয়াইক্যং সীমান্তের ওপারে রাখাইন সীমান্ত এলাকায় বিস্ফোরণ ও গোলাগুলির শব্দে এপারের বাড়িঘর কেঁপে উঠছে। থেমে থেমে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ও গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে।' বেলা ১১টার দিকে ৩-৪টি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণের বিকট শব্দে হোয়াইক্যং সীমান্ত এলাকার বাড়িঘর কেঁপে ওঠে। এরপর থেকে থেমে থেমে এখনো গোলাগুলির শব্দ এপারে ভেসে আসছে। তিনি আরও বলেন, 'বৃহস্পতিবার রাতেও কয়েক দফা গুলির শব্দ শোনার পর খবর পাওয়া যায়, নাফ নদীতে আলমগীর নামের এক জেলে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।' সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষ ঘর থেকে বের হতে ভয় পাচ্ছেন

জানিয়ে ইউপি সদস্য বলেন, 'এর আগেও মিয়ানমারের রাখাইন সীমান্ত থেকে একাধিকবার গুলি এপারে এসে পড়েছে। এতে লোকজন আহত হয়েছেন।' এ বিষয়ে টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. ইনামুল হাফিজ নাদিম বলেন, বিষয়টি শুনেছি। এ ঘটনায় সীমান্তবর্তী মানুষদের নিরাপদে থাকতে বলা হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ : ০৯.০১.২০২৬ নারগীস)

ট্রলারের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত পাইপলাইন, ঢাকায় তীব্র গ্যাস সংকট

রাজধানীর আমিনবাজার এলাকায় তুরাগ নদীতে মালবাহী ট্রলারের আঘাতে গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতে ঢাকা মহানগরী এলাকায় তীব্র গ্যাস সংকট দেখা দিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পাইপলাইন মেরামতের কাজ চলছে। শুক্রবার এক বার্তায় এসব তথ্য জানিয়েছে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ।বার্তায় তিতাস জানায়, ক্ষতিগ্রস্ত বিতরণ গ্যাস পাইপলাইন মেরামত করা হলেও মেরামতকালীন পাইপে পানি প্রবেশ করায় এবং একই সঙ্গে ঢাকা শহরে গ্যাসের সরবরাহ কম থাকায় ঢাকা মহানগরীতে গ্যাসের মারাত্মক স্বল্পচাপ বিরাজ করছে। গ্যাসের স্বল্পচাপ সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।গ্রাহকদের সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৯.০১.২০২৬ আসাদ)

২৪ জেলায় শৈত্যপ্রবাহ, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৬.৮ ডিগ্রি

গত ৩১ ডিসেম্বর থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একটানা শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। আজও দেশের ৮ জেলা ও ২ বিভাগের জেলা মিলিয়ে মোট ২৪ জেলায় শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। শুক্রবার আবহাওয়া অফিসের নিয়মিত পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ গোপালগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কুমিল্লা, ফেনী, খুলনা, যশোর, চুয়াডাঙ্গা এবং কুষ্টিয়া জেলায় মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। এছাড়া রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের ১৬ জেলায় মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে।আজ শুক্রবার সারাদেশের রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে তেঁতুলিয়ায় ৬ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এদিন ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১২ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৯.০১.২০২৬ আসাদ)

মিরসরাইয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে বাসের ধাক্কা, নিহত ৩

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে বাসের ধাক্কায় তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অন্তত ১০ জন। বৃহস্পতিবার দিনগত রাত ২টায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বারইয়ারহাট পৌরসভার ধুমঘাট ফরেস্ট অফিস এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।এদের মধ্যে একজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তার নাম নাফিজ আহমেদ অয়ন। তিনি মার্চেন্ট নেভি সদস্য। তার বাড়ি মিরসরাই উপজেলার মসজিদিয়া গ্রামে। ১০ দিনের ছুটি শেষে ঢাকা হয়ে মাদারীপুর কর্মস্থলে ফিরছিলেন তিনি। বাকি হতাহতদের পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি।বারইয়ারহাট ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা জয়নাল আবেদীন তিতাস বলেন, খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট উদ্ধার কার্যক্রম চালায়। ঘটনাস্থলে তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করি। নিহতদের মধ্যে একজন নেভির তরুণ কর্মকর্তা ছিলেন। বাকিদের পরিচয় পাওয়া যায়নি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৯.০১.২০২৬ আসাদ)

গুলিবর্ষণকারী পুলিশই আহত জুলাইযোদ্ধার ভেরিফিকেশনের দায়িত্বে

যে পুলিশ সদস্য একজন আহত জুলাইযোদ্ধাকে গুলি করেছিলেন, সেই পুলিশ সদস্যকেই পরবর্তীতে ওই আহত যোদ্ধার ভেরিফিকেশন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, এমন অভিযোগ তুলে বিষয়টিকে চরম লজ্জাজনক বলে মন্তব্য করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধিরা। শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শহীদ ও আহত সেলের সম্পাদক তামিম খান বলেন, একজন আহত জুলাইযোদ্ধা আমার কাছে কান্না করে বলেছে, ভাই, যে আমাকে গুলি করেছে, সেই পুলিশই এখন আমাকে ভেরিফাই করার জন্য পিবিআইতে ডেকেছে। এটা কি কোনো মানুষের কাজ হতে পারে?
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৯.০১.২০২৬ আসাদ)

গ্রামের ৪০ শতাংশ মানুষ গণভোট কী জানে না: তথ্য সচিব

গণভোট নিয়ে ভোটারদের সচেতন করতে চলমান প্রচার কার্যক্রমে সহায়তা করতে গণমাধ্যমকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মাহবুবা ফারজানা। পাশাপাশি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গুজব ও অপতথ্য মোকাবিলায়ও সাংবাদিকদের সহায়তা চেয়েছেন তিনি। শুক্রবার পিআইবির সেমিনার কক্ষে শুরু হওয়া দুই দিনের নির্বাচন বিষয়ক সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী পর্বে এই আহ্বান জানান সচিব। তিনি উল্লেখ করেন, প্রান্তিক পর্যায়ের প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ গণভোট কী জানে না। সাংবাদিকদের উদ্দেশ করে মাহবুবা ফারজানা বলেন, দেশের সব মানুষ একটা সুষ্ঠু নির্বাচন প্রত্যাশা করছে। আপনাদের ক্ষুরধার লেখনী এখন জরুরি। গুজব ও অপতথ্য রোধে আমাদের সহায়তা করবেন। আজ শক্ত হাতগুলো আমাদের নরম হাতের সঙ্গে যুক্ত হোক। একসঙ্গে হাতে হাত ধরে চললে দেশটা সুষ্ঠু পরিণিতির দিকে যাবে। সবাই মিলে গণভোট নিয়ে ভোটারদের সচেতন করবো। সচিব জানান, গ্রামের প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ গণভোট কী জানে না। তাই মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে ৬৪ জেলার ৪৯৫ উপজেলায়

ভোটালাপ উঠান বৈঠক ও টেনমিনিট ব্রিফ করছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়। মোবাইল ফোন ব্যবহার করে গণভোটের নিয়ম শেখাচ্ছেন তথ্যআপা।তরুণ, ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী ও নারীদের ভোটে অংশগ্রহণে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন তথ্য সচিব। তিনি বলেন, ভোট থেকে বিরত থাকা চাঁদপুরের ১২ হাজার নারীকে ভোটে উদ্ভুত করার বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।কর্মশালায় বিভিন্ন প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ায় কর্মরত ৫০ জন সাংবাদিক অংশ নেন। প্রথম দিনের প্রশিক্ষক ছিলেন নিউজ নেটওয়ার্কের মুখ্য প্রশিক্ষক জিয়াউর রহমান।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০১.২০২৬ আসাদ)

মিয়ানমার সীমান্তে বিস্ফোরণ-গুলির শব্দ, কাঁপছে টেকনাফের বাড়িঘর

কক্সবাজারের টেকনাফের ওপারে মিয়ানমারের রাখাইন সীমান্তে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ও গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে। বিকট এ শব্দে এপারের বাড়িঘর কেঁপে উঠছে। বৃহস্পতিবার রাতে এবং শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে টেকনাফের হোয়াইক্যং সীমান্তের ওপারে রাখাইনে থেমে থেমে এসব বিস্ফোরণ হচ্ছে। যা এখনো চলমান।হোয়াইক্যং সীমান্তের বাসিন্দা মো. সলিমুল্লা বলেন, 'বৃহস্পতিবার রাতে কয়েক দফা গুলির শব্দ শোনার পর ভয়ে আর ঘুমাতে পারিনি। রাখাইনের হোয়াইক্যং সীমান্তের খুব কাছ থেকেই এসব গোলাগুলির শব্দ ভেসে আসছে।' জেলে আহমেদ উল্লাহ জাগো নিউজকে বলেন, 'হোয়াইক্যংয়ের ওপারে রাখাইন সীমান্ত এলাকায় প্রায়ই শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ও গোলাগুলির শব্দ শোনা যায়। এতে নাফ নদী ও চিংড়ি ঘেরে মাছ ধরতে যেতে ভয় লাগে। রাতে বাড়িতে ঘুমালেও মনের ভেতর সারাক্ষণ আতঙ্ক কাজ করে।' বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে নাফ নদীর হোয়াইক্যং এলাকায় মাছ ধরার সময় জেলে মো. আলমগীর গুলিবিদ্ধ হন। এর আগেও একাধিকবার বিস্ফোরণ ও গুলির শব্দে সীমান্তবর্তী মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আজ শুক্রবারও এপারে গোলাগুলির শব্দ ভেসে আসছে।এ বিষয়ে টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. ইনামুল হাফিজ নাদিম বলেন, বিষয়টি শুনেছি। এ ঘটনায় সীমান্তবর্তী মানুষদের নিরাপদে থাকতে বলা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০১.২০২৬ আসাদ)

নওগাঁয় প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রের ৯ জন আটক

জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা এনএসআই ও পুলিশের যৌথ অভিযানে নওগাঁয় প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রের দুজনসহ ৯ জনকে আটক করা হয়েছে। শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে শহরের নীলসাগর হোটেল ও পোরশা রেস্ট হাউজে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। এসময় তাদের কাছে থেকে ১১টি মোবাইল, একটি মানিব্যাগসহ নগদ ৩৭ হাজার ৯৪৮ টাকা উদ্ধার করা হয়।এনএসআই ও পুলিশের পক্ষ থেকে আটকের তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। আটকদের মধ্যে দুজন প্রশ্নফাঁস চক্রের সদস্য, ৬ জন পরীক্ষার্থী ও একজন অভিভাবক। নওগাঁর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম জানান, আটকদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। পরবর্তীতে বিস্তারিত জানানো হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০১.২০২৬ আসাদ)

তারেক রহমানের সঙ্গে পাকিস্তানের হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান হায়দার। শুক্রবার বিকেলে বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশানস্থ রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।সাক্ষাৎকালে পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০১.২০২৬ আসাদ)

BBC

COLOMBIA SEES 'REAL THREAT' OF US MILITARY ACTION: PRESIDENT

Colombia's President Gustavo Petro has told the BBC that he believes there is now a "real threat" of US military action against Colombia. Petro said the US is treating other nations as part of a US "empire". It comes after Trump said a military operation in Colombia "sounds good". Petro said that the US risks transforming from "dominating the world" to becoming "isolated from the world." He also accused US Immigration and Customs Enforcement (ICE) agents of acting like "Nazi brigades". Trump has significantly expanded ICE operations as part of what the administration says is a crackdown on crime and immigrants who illegally entered the US. (BBC News Web Page: 09/01/26, FARUK)

ONE DEAD, DOZENS TRAPPED AFTER LANDFILL COLLAPSES IN PHILIPPINES

A mountain of rubbish collapsed at a landfill in the central Philippines on Thursday, killing a 22-year-old woman and leaving more than 30 people missing, authorities have said. Rescuers pulled 12 injured sanitation workers from debris at the Binaliw Landfill in Cebu City, who were later hospitalized. Many of the missing are believed to be workers at the landfill. The mayor of Cebu told news outlet ABS-CBN that it may be difficult to reach survivors because of the potential for further collapse. The cause of the collapse is still unclear, but Cebu City councillor Joel Garganera said it was likely the result of poor waste management practices. (BBC News Web Page: 09/01/26, FARUK)

RUSSIA HITS UKRAINE WITH ORESHNIK MISSILE IN FRESH STRIKES

Russia has used the Oreshnik ballistic missile as part of a massive overnight strike on Ukraine. Four people were killed and 25 others injured in Kyiv on Thursday night, where loud booms could be heard for several hours, setting the sky alight with explosions. It is only the second time that Moscow has used the Oreshnik, which was first deployed to hit the central city of Dnipro in November 2024. Russia's defence ministry said the strike was a response to a Ukrainian drone attack targeting Vladimir Putin's residence in late December, which Kyiv denies carrying out. (BBC News Web Page: 09/01/26, FARUK)

HUGE ANTI-GOVERNMENT PROTESTS IN TEHRAN AND OTHER IRANIAN CITIES

Huge crowds of protesters have been matching through Iran's capital and other cities, videos show, in what is said to be the largest show of force by opponents of the clerical establishment in years. The peaceful demonstrations in Tehran and the second city of Mashhad on Thursday evening, which were not dispersed by security forces, can be seen in footage verified by BBC Persian. Later, a monitoring group reported a nationwide internet blackout. Protesters can be heard in the footage calling for the overthrow of Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei and the return of Reza Pahlavi, the exiled son of the late former shah, who had urged his supporters to take to the streets.

(BBC News Web Page: 09/01/26, FARUK)

VENEZUELAN GOVERNMENT BEGINS RELEASING POLITICAL PRISONERS

The Venezuelan government has started releasing detainees considered political prisoners by human rights groups, in what officials described as a goodwill gesture. Spain's foreign ministry said five of its nationals had been released. Among them is prominent Venezuelan-Spanish rights activist, Rocio San Miguel, her family confirmed to US media. The move comes after the US seized Venezuela's President Nicolas Maduro in a raid on the capital, Caracas, on Saturday, to face drug trafficking charges in New York. US President Donald Trump wrote on Truth Social that the release of political prisoners - which has been a long-held US demand - was "a very important and smart gesture" from Venezuela.

(BBC News Web Page: 09/01/26, FARUK)

AUSTRALIANS BRACE FOR 'PROPERTY LOSS' AS BUSHFIRES DESTROY HOMES

Australians in Victoria have been warned they should prepare for "property loss or worse" as much of the country faces extreme heatwave conditions. Temperatures on Friday and Saturday are forecast to hit record highs for most states and territories, with Victoria and South Australia in particular bracing for dangerous fire conditions due to strong winds and hot temperatures. A total fire ban is in place in Victoria and all regions across the state were given a "catastrophic" or "extreme" fire danger rating. "Victorians should brace themselves for more property loss or worse," Country Fire Authority (CFA) chief officer Jason Heffernan told the Australian Broadcasting Corporation (ABC) on Friday.

(BBC News Web Page: 09/01/26, FARUK)

US TO SUPPORT CAMBODIAN-THAI CEASEFIRE WITH $45M AID PLEDGE

The United States has announced it will provide $45m in aid to help solidify a fragile truce brokered by President Donald Trump between Thailand and Cambodia. Michael DeSombre, the US assistant secretary for East Asia, said on Friday that the US would offer $20m to help both countries combat drug trafficking and cyber-scams, which have become a major concern in Cambodia. DeSombre was meeting with senior Thai and Cambodian officials in Bangkok and Phnom Penh on Friday and Saturday to discuss implementation of the peace accords, according to a senior State Department official.

(BBC News Web Page: 09/01/26, FARUK)

YEMENI SEPARATISTS IN RIYADH ANNOUNCE DISPUTED DISBANDING OF STC

Yemen's main southern separatists have decided to disband following talks in Saudi Arabia, the secretary-general of the organization has said, although the announcement was dismissed by its spokesman, who called it "ridiculous". The Southern Transitional Council (STC) Secretary-General Abdulrahman Jalal al-Subaihi said in a broadcast on Yemeni television on Friday that the dissolution of the group was taken to preserve peace and security in the south and in neighbouring countries. He praised "the measures taken by the Kingdom of Saudi Arabia and the solutions it has provided that meet the needs of the people of the South". However, STC spokesman Anwar al-Tamimi, who is in Abu Dhabi, rejected the announcement coming out of Saudi Arabia. (BBC News Web Page: 09/01/26, FARUK)

EIGHT PEOPLE KILLED BY ISRAELI AIR STRIKES: GAZA CIVIL DEFENCE AGENCY

At least eight people, including four children, have been killed by Israeli air strikes in Gaza in the last 24 hours, the territory's civil defence agency has said. Four people, including three children, were killed when a drone struck a tent sheltering displaced people in southern Gaza, the agency's spokesman Mahmoud Bassal told AFP. An 11-year-old girl was killed near the Jabalia refugee camp and a strike on a school killed one person, he said, while a drone killed a man near Khan Younis and another was killed in an Israeli strike on Deir al-Balah. Israel's military had said it is checking the reports. Both Israel and Hamas have accused each other of breaching a fragile ceasefire in Gaza.

(BBC News Web Page: 09/01/26, FARUK)

::THE END::